পিতৃপরুষের গল্প

হারুন হাবীব

১ নং সৃজনশীল প্রশ্নঃ

১। রাফি ঢাকা বিশ্নবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের একজন ভালো ছাত্র। ১৯৭১ সালে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল বাংলার আকাশে-বাতাসে।দেশকে শত্রুমুক্ত করে গড়ে তুলছে মুক্তিবাহিনী। তাদেরকে যুদ্ধের কলাকৌশল শিখিয়ে তৈরি করেছে লড়াকু সৈনিক। রাফির বাবা তাকে বারবার নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন যে তুমি যেকোনো সময় বিপদে পড়তে পার। কিন্তু দেশ মাতৃকার টানে রাফি দেশের মানুষদের মুক্ত করতে চায় পাকিস্তানি হায়েনাদের কাছ থেকে। রাফি তার বাবাকে বলে, আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত।

ক. অন্তর মামা কী জোগাড় করে ট্রেনিং করেছিলেন?

খ. বাঘা বাঙালিরা এবার যুদ্ধ করবে এ কথা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের রাফি কেন দেশের টানে ছুটে গিয়েছিলেন গ্রামে? তোমার পাঠ্য বইয়ের পিতৃপুরুষের গল্প অবলম্বনে এর ব্যাখ্যা দাও।

ঘ. আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত– পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পের আলোকে উক্তিটি যথার্থতা বিচার কর।

১ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরঃ

ক. অন্তর মামা রাইফেল জোগাড় করে ট্রেনিং করেছিলেন।

খ. স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনার জন্য বাঙালিরা এবার যুদ্ধ করবে। অন্তর মামা রাত দিন এ গ্রাম ঘুরে ছেলেদের জোগাড় করে মিছিল মিটিং করে। অন্তর নানার মনে ভয় হয় যদি ছেলের কোনো বিপদ হয় । এই অজানা ভয়ে ছেলেকে বারবার নিষেধ করে যেন এসব কাজে নিজেকে আর নিয়োজিত না করে। বাবাকে অভয় দিয়ে বলে স্বাধীনতা এবার আসবেই।

গ. উদ্দীপকের রাফি গ্রামে গিয়েছিল পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ।

পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পে অন্তর মামা কাজলও দেশের টানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া বাদ দিয়ে গ্রামে চলে আসে। সেখানে গিয়ে রাত দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলে। কাজলের বাবা বারাবার কাজলকে স্মরণ করিয়ে দেয় বিপদের কথা । কিন্তু কাজল বাবাকে অভয় দিয়ে বলে বাঘা বাঙালিরা আজ খেপেছে। স্বাধীনতাকে এবার আসতেই হবে এই বাংলার হওয়ায় ভেসে বাংলার জনমানুষের মাঝে।

উদ্দীপকে রাফি নিজ গ্রামে ছুটে যায় গ্রামের ছেলেদের নিয়ে পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে বলে। তাই গ্রামে গিয়ে দিন রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে ছেলেদের সংগ্রহ করে তাদের রাইফেল চালানোর কৌশলগুলো শিখিয়ে দেয়। সুতরাং উদ্দীপকের রাফি এবং গল্পের কাজল দেশমাতৃকাকে শত্রুমুক্ত করতেই গ্রামে ছুটে গিয়েছিলেন।

ঘ. আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পের আলোকে উক্তিটি যথার্থ।

পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পে কাজলের বিশ্বাস বাংলার স্বাধীনতা একদিন অর্জিত হবে। স্বাধীনতা মানুষকে নিজস্ব বাকস্বাধীনতা দেয়। অন্তর মামার বিশ্বাস স্বাধীনতাই পারে মানুষকে সত্যিকারের পথ দেখাতে্ অন্তর মামা তার বাবার আদেশকে অমান্য করে স্বধীনতার আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে দেশমাতৃকার টানে হতে নিয়েছে অস্ত্র, বুকে ছিল সীমাহীন সাহস। আর এই সাহসের মাধ্যমেই দেশের স্বাধীনতা ফিরে আসবে। ৎ

উদ্দীপকের রাফিরও বিশ্বাস বাঙালির বিজয় অবধারিত। স্বাধীনতা ছাড়া কোনো মানুষ সুন্দর ও সুখী জীবনের সন্ধান পাবে না্। তাই গ্রামে গিয়ে তার সমবয়সীদের নিয়ে স্বাধীনতার জন্য পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে, কলমের পরিবর্তে। তাই রাফি তার বাবাকে স্বাধীনতার প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন। স্বাধীনতা বাঙালির কাছে অমূল্য শব্দ নয় যে বাঙালিরা স্বাধীনত অর্জন করতে পারবে না।

পিতৃপুরুষের গল্প' গল্পের কাজল তার বাবাকে বাঙালির বিজয় যে আসবেই কে কথাই শুনিয়েছিল। আর উদ্দীপকের রাফিরও বিশ্বাস ছিল বাঙালির বিজয় আসবেই ।

২ নং সৃজনশীল প্রশ্ন

২। গ্রামের অসহায় ও গরিব পিতার সন্তান রাশেদ । উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন্ । তখন দেশে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর শাসন শোষন ও নির্যাতন চলছিল। রাশেদ পূর্ব বাংলার প্রতি এ শোষন ও শাসনের বিরুদ্ধে্ আন্দোলোন গড়ে তোলে। ভাষার দাবিতে মিছিল করতে গিয়ে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

ক. মায়ের ভাষাকে রক্ষা করতে গিয়ে কারা প্রাণ দিয়েছিল ?

খ. শহিদ মিনার আমাদের ভাষা আন্দোলোনের বীর শহিদদের স্মৃতির মিনার ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের রামেদ চরিত্রটি পিতৃপুরুষের গল্পে কাদেরকে নির্দেশ করে ? ব্যাখ্যা কর্ ।

ঘ. উদ্দীপকের রাশেদ মহান ভাষা শহিদদের প্রতিনিধি উক্তিটির যথার্থতা পিতৃপুরুষের গল্পের আলোকে মূল্যয়ন কর্ ।

২ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরঃ

ক. মায়ের ভাষাকে রক্ষা করতে গিয়ে অনেক বাঙালি প্রাণ দিয়েছিল।

খ. ভাষা শহিদদের রক্তের বিনিময়েই আমরা বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি।

পাকিস্তানি শাসকেরা আমাদের বাঙালিদের ওপর তাদের উর্দু ভাষা চপিয়ে দিকে চেয়েছিল। কিন্তু বাঙালিরা তা মেণে নেয়নি । বাঙালিরা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে, যা পৃথিবীতে একটি বিরল ঘটনা। যে ঘটনার করনে শুধু বাংলাদেশেই নয় সারা বিশ্বের মানুষের হৃদয় মাঝে এই সৈনিকরা স্মৃতির মিনার হয়ে বেচে থাকবে যুগের পর যুগ।

গ. উদ্দীপকের রাশেদ চরিত্রটি টিতৃপুরুষের গল্পে ভাষা শহিদদের প্রতিচ্ছবি।

একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জাতীয় ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। এ দিনে ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শহিদ হন বাংলা মায়ের তদামাল ছেলেরা ।পাকিস্তান সরকার ঘোষনা দেয় উর্দূই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এ বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মন্ত্র নিয়ে ছাত্ররা রাজপথে মেমে এলো মিছির বের করল। সেই মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। শহিদ হয় রফিক সালামসহ আরও অনেকে। তাঁদের অম্লাম আত্মত্যাগের বাংলা ভাষা বাঙালির মায়ে মূখের ভাষায় পরিণত হয়েছে। যে ভাষা আজ আন্তর্জাতিক ভাষা বলে পরিচিত লাভ করেছে। শহীদদের মতো রাশেদ ও নির্ভীক প্রাণ। বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ভর্তি হন তখন ঢাকায় চলছিল পাকিস্তানিদের আন্দোলন। রাশেদ অংশ নেয় ভাষার দাবি রক্ষার এ আন্দোলনে । ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। পিতৃপুরুষের গল্পে রাশেদের মতো অসংখ্য শহিদের বর্ণনা করা হয়েছে যাঁরা মাতৃভাষার জন্য জীবন দিয়েছেন ।

ঘ. উদ্দীপকের রাশেদ মহান ভাষা শহিদদের প্রতিনিধি উক্তিটি যথার্থ ।

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। কিন্তু পাকিস্তানি সরকার চেয়েছিল বাঙালির মায়ের ভাষাকে কেড়ে নিতে। তাই পাকিস্তানি সরকার ঘোষনা দেয় উর্দূই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। বাঙালিরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। ছাত্র জনতা আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা জারি করে । কিন্তু ছাত্র জনতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই এই দাবিতে মিছিল করে । সেই মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে শহিদ হন বাংলা মায়ের দামাল সন্তানেরা।

উদ্দীপকে বর্ণিত রাশেদ গ্রামের অসহায় ও দরিদ্র পিতার সন্তান। উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তখন দেশজুড়ে চলছিল রাষ্ট্রভাষার জন্য্ আন্দোলন। রাশেদ এ আন্দোলন অংশ নেয় । পুলিশের গুলিতে রাশেদ মৃত্যুবরণ করেন।

উদ্দীপকে রাশেদ মাতৃভাষার দবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন, যা বাঙালির স্বপ্নপুরনের সবচেয়ে বড় পাওয়া।

জ্ঞানমূলক প্রশ্নের উত্তরঃ

প্রশ্নঃ ১। অন্তু বাস করে কোথায়?

উত্তরঃ অন্তু বাস করে ঢাকায়

প্রশ্নঃ ২। হানাদার বাহিনী শব্দের অর্থ কী?

উত্তর" হানাদার বাহিনী শব্দের অর্থ অন্যায়ভাবে আক্রমনকারী বাহিনী।

প্রশ্নঃ ৩। পিতৃপুরুষের গল্প লিখেছেন কে?

উত্তরঃ পিতৃপুরুষের গল্প লিখেছেন হারুন হাবীব।

প্রশ্নঃ ৪। দুপুরের খাবার খেয়ে কাজল মামা কী গল্প বলবে?

উত্তরঃ দুপুরেরখাবার খেযে কাজল মামা মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলবে।

প্রশ্নঃ ৫। কার হাত ধরে অন্তু শহিদ মিনারের উপর উঠে

উত্তরঃ কাজল মামার হাত ধরে অন্ত শহিদ মিনারের উপরে উঠে

প্রশ্নঃ ৬। রক্তের বিনিময়ে আমরা কোন ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি।

উত্তরঃ রক্তে বিনিময়ে আমরা বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি।

প্রশ্নঃ ৭। অন্তু মামা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন?

উত্তরঃ অন্তর মামা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন।

প্রশ্নঃ ৮। আমাদের কোন জিনিস জেনে রাখা ভালো।

উত্তর আমাদের অতীতের জিনিস জেনে রাখা ভালো।

প্রশ্নঃ ৯। কাজলের কাছে চিঠি লিখেছিল কে?

উত্তরঃ কাজলের কাছে চিঠি লিখেছিল অন্তু।

প্রশ্নঃ ১০।অন্তুর মামার নাম কী?

উত্তরঃ অন্তর মামার নাম কাজল।

অনুধাবনমুলক প্রশ্নের উত্তরঃ

প্রশ্নঃ ১। কাজল মামার কাছে অন্তু যুদ্ধের গল্প শুনতে চেয়েছিল কেন?

উত্তরঃ বাঙালি জাতির পিতৃপুরুষের সাহসী সংগ্রামের ইতিহাস জানতে কাজল মামার কাছে অন্তু যুদ্ধের গল্প শুনতে চেয়েছিল।

পিতৃপুরুষের গল্প গল্পটিতে গল্পকার হারুন হাবীব একটি কিশোর বালকের কৌতুহলী মনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের গৌরব ইতিহাস তুলে ধরেছেন্ সেই কিশোর বালকে নাম অন্তু। অন্তরমামা কাজল একজন বীর মুক্তিযোদ্ধ। তাইমামার কাছে থেকে সেই সময়ের নানা ঘটনা অন্তু জনাতে চায়। কেননা সেই সোনালি ইতিহাসেই বাঙালির গৌরব গাথা আখ্যান। তাই মামার কাছে থেকে অন্তু পিতৃপুরুষের সাহসী সংগ্রামের ইতিহাস শুনতে চেয়েছিল।

প্রশ্নঃ ২। অন্তু ও কাজল মামা শহিদ মিনারে নীরবে শ্রদ্ধা জানায় কেন?

উত্তরঃ ভক্তি ও ভালোবাসায় সকল ভাষা শহিদের প্রতি অন্তুও কাজল মামা শহিদ মিনার নীরবে শ্রদ্ধা জানায়।

পিতৃপুরুষের গল্প গল্পে দেখা যায় কাজল মামার সাথে অন্তু কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে যায়। অন্তু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে জনাতে আগ্রহী। তার কাজল মামা একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। শহিদ মিনারে ভাষা আন্দোলনে প্রেক্ষাপটি অন্তু মামার কাছ থেকে জানতে পারে। ভাষা শহিদের আমাদের পিতৃপুরুষ। তাই ভাষা শহিদদের প্রতি সম্মান জানতে তারা নীরবে এক মিনিট দাড়িয়ে শ্রদ্ধা জানায়।

প্রশ্নঃ ৩। ছাত্ররাই প্রথম গুলির শিকার হয়েছিল কেন?

উত্তরঃ ছাত্ররা তরুন ও প্রতিবাদী হওয়ায় তারা প্রথম গুলির শিকার হয়েছিল।

পিতৃপুরুষের গল্প গল্পটিতে স্বাধীনতা প্রত্যাশী বাঙালি ও ছাত্রদের সাহসী সংগ্রামর কথা তুলে ধরা হয়েছে। ছাত্ররা ছিল তরুন ও প্রতিবাদী। ছাত্ররাই প্রথম পাকিস্তানীদের অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায়। তারা মিছিল স্লোগানে রাজপথ মুখরিত করে তোলে। বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতেও দ্বিধা করে না। তাই তরুন ছাত্ররা প্রথম গুলির শিকার হয়েছিল।

পিতৃপরুষের গল্প

১। স্বাধীনতার সংগ্রাম কত বছর ধরে চলে?

ক, উনিশ বছর খ. একুশ বছর

গ. পঞ্চাশ বছর ঘ. একশ বছর

২। কিসের বিনিময়ে বাংলাভাষা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পেয়েছিল?.

ক. অর্থ খ. যুদ্ধ

গ. রক্ত ঘ. সাহস

৩। কাজল মামা ৫ দিনেরমধ্যে কতক্ষনদাড়িয়ে শহিদদের শ্রদ্ধা জানায়

ক. এক মিনটি খ, দুই মিনিট

গ. তিন মিনিট ঘ. চার মিনিট

৪। কাজলমামার হাত ধরে অন্ত একের পর একসিড়ি ডিঙিয়ে কোথায় ওঠে?

ক. তাদের ফ্ল্যাটে

খ. শহিদ মিনারের ওপরে

গ. জগন্নাথ হলের ছাদে

ঘ. মহসীন হলের ছাদে

৫। ১৯৫২ সালে পাকিস্তানী শাসকেরা বাঙালিদের ওপর ক চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল?

ক. উর্দুভাষা খ. অন্যায় যুদ্ধ

গ. সামরিক যুদ্ধ ঘ. অর্থনৈতিক বৈষম্য

৬। রিকশাটা নিউমার্কেট পেরিয়ে নীলক্ষেত্রে হয় কোথায় ঢুকল?

ক. সাত মসজিদ রোডে

খ. শহিদ মিনার এলাকায়

গ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকায়

ঘ. লালমাটিয়া ধানমন্ডি এলাকায়

৭। অন্ত বরাবর রাত কতটায় ঘুমিয়ে পড়ে?

ক. দশটায় খ. নয়টা সাড়ে নয়টায়

গ. এগারোটায় ঘ. আটটায়

৮ অন্তর মামা কত দিন ঢাকায় থাকবে?

ক. চার দিন খ. পাচ দিন

গ. সাত দিন ঘ. দশ দিন

৯। অন্ত কখন দেখল কাজল মামা তার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে?

ক. রাত এগারোটায় খ. সকালবেলা

গ. ভোরবেলা ঘ. গভীল রাতে

১০। কাউকে না জানিয়ে অন্ত কাকে চিঠি লেখে?

ক. মামাকে খ. বাবাকে

গ. বড় বে ানকে ঘ. মাকে

১১। ১৯৭১ সালে কাজল মামা কোথায় পড়ত?

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

খ, জগন্নাথ বি শ্ববিদ্যালয়ে

গ. বিদেশে

ঘ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে

১২। কখন থেকে অন্তু যুদ্ধের গল্পশোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে?

ক. একুশে ফেব্রুয়ারি পর থেকে

খ. গ্রীষ্মের ছুটি থেকে

গ. বার্ষিক পরীক্ষার পর থেকে

ঘ. মামা আসার পর থেকে

১৩। কাজল মামা ঢাকা ছেড়ে হঠাৎ কোথায় হাজির হয়?

ক. গ্রামে খ. বোনের বাড়িতে

গ. যুদ্ধের ময়দানে ঘ. বন্ধুর বাড়িতে

১৪। ঢাকা শহরের আগের নাম কী?

ক. সোনারগা খ, ইসলামাবাদ

গ. বিক্রমপুর ঘ. জাহাঙ্গীরনগর

১৫। জগন্নাথ হলে কারা থাকত?

ক. বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা

খ. পাকিস্তানীদের হানাদার বাহিনী

গ. ভাষা আন্দোলনকারীরা

ঘ. মুক্তিযোদ্ধারা

১৬। শহিদ মিনার কোন আন্দোলনের বীর শহিদদর স্মৃতি?

ক. ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন

খ. ছয় দফা আন্দোলন

গ. অসহযোগ্য আন্দোলন

ঘ. ভাষা আন্দোলন

১৭। কী রক্ষা করতে অনেক বাঙালি প্রাণ দিয়েছে?

ক. মায়ের ভাষা খ. ইতিহাস ঐতিহ্য

গ. ভবিষ্য বংশধরদের ঘ. শহিদ মিনার

১৮। কোন ব্যাপারটা অন্তু মেনে নিতে পারে না?

ক. ৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ

খ. মামার যুদ্ধের গল্প না বলা

গ. মানুষকে গুলি করে মারা

ঘ. মামার ঢাকায় না আসা

১৯। কখন থেকে ঢাকার আনাচ কানাচে অনেক মসজিদ তৈরি হতে পারে?

ক. পাকিস্তানী সৃষ্টির পর থেকে

খ. মোগল আমল থেকে

গ. ১৯৫২ সালের পর থেকে

ঘ. স্বাধীনতা লাভের পর থেকে

২০। ২১ শে ফেব্রুয়ারি মানুষ কোথায় ফুল দিতে পারে?

ক. জগন্নাথ হলে খ. জাতীয় স্মৃতিসৌধ

গ. শহিদ মিনারে ঘ. কার্জন হলে

২১। কোন শহিদরা বাঙালি জাতির প্রথম শহিদ?

ক. একুশে ফেব্রুয়ারি

খ. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের

গ. অসহযোগ আন্দোলনের

ঘ. জগন্নাথ হলের

২২। মামার কাছে একুশে ফেব্রুয়ারি কাহিনী শুনে অন্তু কী শুনতে আগ্রহী হয়ে উঠে?

ক. ঢাকা শহরের পুরোনো ইতিহাস

খ. মোগল বাদশাদের কাহিনী

গ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাহিনী

ঘ. নিজ জাতির অতীত সংগ্রামের কাহিনী

২৩। কাজলমামা মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলতে যায়

ক. বাসায় ফিরে দুপুরের খাবার খেয়ে

খ. পরবর্তিতে ঢাকায় এসে

গ. পরের দিন

ঘ. রাতের বেলা

২৪। কাজলমামা ও অন্তু শহিদ মিনার থেকে নেমে কী বলে?

ক. রিকসায় ওঠে খ. জুতো পরে নেয়

গ. গল্পকরতে থাকে ঘ. ফুল আনতে যায়

২৫। ওরা আমাদের পিতৃপুরুষ কারা পিতৃপরুষ?

ক. মোগল বাদশারা

খ. ৫২ সালে যারা রক্ত দিয়েছে

গ. বংশের পূর্বপুরুষ

ঘ, বাংলার অতীত জাতি

২৬। রাস্তাটা পিলখানার মোড় থেকে মোহাম্মদপুর এসে কোথায় ঠেকেছে?

ক. নিউমার্কেটে

খ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

গ সাতগম্বুজ মসজিদে

ঘ. শহিদ মিনার

২৭। কাজল মামার খুব ভালো লাগে কোনটি?

ক. গ্রাম খ. শহর

গ. বোনের বাড়ি ঘ. ঘুরে বাড়াতে

২৮। কাজল মামাকখনঢাকায় এলেন?

ক. শেষ রাতে ট্রেনে

খ. সকাল বেলার ট্রেনে

গ. বিমানে

ঘ, রাতের বাসে

২৯। নুরজাহান রোড কোথায় অবস্থিত?

ক. নিউমাকেট এলাকায় খ. মোহাম্মদপুর

গ. বিশ্ববিদ্যালয়এলাকায় ঘ. ধানমন্ডিতে

৩০। পিতৃপুরুষের গল্পগল্প পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে কী বলা হয়েছে?

ক. শক্তিশালী বাহিনী খ. হানাদার ব াহিনী

গ. বাঘা বাহিনী ঘ. ঘৃণ্য বাহিনী

৩১। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ভয়াবহ আক্রমণ শুরু হয়কখন?

ক. পচিশে মার্চ রাতে

খ. ছাবিবশ মার্চ রাতে

গ. একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে

ঘ. আঠারো ফেব্রুয়ারি রাতে